তারিখ 10 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শরণখোলায় বই বাণিজ্য প্রধান শিক্ষক বরখাস্ত

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগে বাধাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জসিমা আক্তারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।। উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের ৩নং বাধাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অভিবাবক ও ম্যানেজিং কমিটির একাধিক সদস্য বলেন, গত ১লা জানুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার সারা দেশের ন্যায় শরণখোলা উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে সরকারি পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়। এর অংশ হিসাবে বাধাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জসিমা আক্তার তার বিদ্যালয়ের শিশু থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্য বই কিতরণ কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ২৫/৩০ টাকা করে গ্রহন করে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা টাকা দিতে অনীহা প্রকাশ করেন তাদেরকে বই না দিয়ে ফিরিয়ে দেন তিনি। ওই বিদ্যালয়ের ৫ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, প্রধান শিক্ষিকা বই বিতরণ কালে টাকা গ্রহন করলে এতে তারা বাধা দেন। কিন্তু তিনি কারো কোন অনুরোধের পাত্তা না দিয়ে তার নিজের ইচ্ছা-মাফিক বিদ্যালয়ের শতাধিক ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়। এছাড়া তার জামাতা বিদ্যালয়ের সভাপতি হওয়ায় তিনি কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশি মত বিদ্যালয় পরিচালনা করে আসছেন। এবং অভিভাবকদের সাথে দুর-ব্যাবহার সহ নানা অনিয়মে তিনি নিমিজ্জিত থাকলেও রহস্যজনক কারণে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ রেজাউল করিম পল্টু বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বই বিতরণের নামে টাকা গ্রহণসহ বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় উল্লেখ করে তিনি প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ পাঠিয়েছেন। এ বিষয় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোঃ ইলিয়াস হোসেন বলেন, টাকা গ্রহণের বিষয়টি তিনি শুনেছেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গ্রহণকৃত টাকা ফেরৎ দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষিকাকে বলা হয়েছে। এছাড়া ঘটনার সাথে যারা জড়িত শীঘ্রই ম্যানেজিং কমিটির সভায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকা জসিমা আক্তার বলেন, বই বাবদ কোন টাকা নেয়া হয়নি। শুধু বই আনা খরচের কিছু টাকা নেয়া হয়েছে। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার এমন তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে গত ৬ জানুয়ারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সমাদ্দার এ ব্যবস্থা গ্রহন করেন। একই সাথে তাকে কেন চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হবে না? তা জানতে চেয়ে ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন জেলা কর্মকর্তা। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের বাধাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জসিমা আক্তার শুক্রবার তার বিদ্যালয়ের শিশু থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ২৫ থেকে ৩০ টাকা নিয়ে তাদের পাঠ্যবই প্রদান কেরেন। আর যে শিক্ষার্থীরা টাকা দিতে পারেনি তাদের বই না দিয়ে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন ওই শিক্ষক। এনিয়ে অভিভাবক ও সচেতন মহলে শুরু হয় তোলপাড়। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মুশতাক আহমেদ শিক্ষিকা বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।